পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলার অভিযোগ নারী পুলিশ কর্মকর্তার

পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) পুলিশ সুপার (এসপি) মোক্তার হোসেনের বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা নেওয়ার আবেদন করেছেন এক নারী পুলিশ পরিদর্শক। ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে এ মামলার আবেদন করা হয়।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৭ এর বিচারক মোছা. কামরুন্নাহার বাদীর জবানবন্দি রেকর্ড করেছেন। তবে মামলার বিষয়ে এখনো কোনো আদেশ দেননি।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাদীর আইনজীবী সালাহ উদ্দিন খান। তিনি বলেন, মামলার আবেদন করা হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত কোনো আদেশ দেননি আদালত।

মামলায় ওই নারী পুলিশ কর্মকর্তা অভিযোগ করেছেন, দুই বছর আগে তিনি সুদানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। তখন সুদানে কর্মরত ছিলেন এসপি মোক্তার। ২০১৯ সালের ২০ ডিসেম্বর এসপি মোক্তার হোসেন তাকে ধর্ষণ করেন।

পরে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে সুদান ও বাংলাদেশে তাকে আরও কয়েকবার ধর্ষণ করেন মোক্তার হোসেন। মামলায় বাংলাদেশের কয়েকটি হোটেলের নামও উল্লেখ করা হয়। এ ছাড়া সুদানের খাতুর্মের একটি হোটেলে ধর্ষণ করা হয়েছে বলেও আবেদনে বলা হয়।

সূএ যুগান্তর

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

আব্দুল্লাহ আবু আসামিদের রিমান্ড চেয়ে শুনানি করেন।

অপরদিকে আসামিপক্ষে রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করা হয়।

আসমিপক্ষের আইনজীবীরা বলেন, বিশ্বের ১০০ জন নায়িকার তালিকার মধ্যে পরীমনির নাম রয়েছে। সে সামথিং। ১২২ ঘণ্টা তিনি এক ড্রেসে রয়েছেন। তিনি তো একজন নায়িকা। তার তো একটা লাইফস্টাইল আছে। যখন আসামিপক্ষের আইনজীবী এ কথা বলছিলেন, ঠিক তখনই পরীমনি আদালতে ডকে দাঁড়িয়ে অঝোরে কাঁদতে থাকেন। বেশ কয়েকবার তাকে চোখ মুছতে দেখা যায়।

জবাবে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী বলেন, পরীমনিকে এক ড্রেসে রাখা হয়নি। তিনি রিমান্ডে গিয়েও ড্রেস পরিবর্তন করেছেন। এখানে আসার সময় তিনি আবারও আগের ড্রেসটিই পরেছেন। এটাও তার একটা রাজনীতি।

পরীমনির আইনজীবীরা আরও বলেন, পরীমনি অসুস্থ এবং তিনি একজন মেয়ে মানুষ। তার বাসা থেকে কোনো মাদক উদ্ধার হয়নি। তাকে ফাঁসানো হয়েছে। উভয়পক্ষের শুনানি শেষে আদালত আসামিদের জামিন আবেদন নাকচ করে প্রত্যেকের দুদিন করে রিমান্ডের আদেশ দেন।

এরপর পরীমনির আইনজীবীরা আদালতকে বলেন, পরীমনির একমাত্র অভিভাবক তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। আপনি (আদালত) অনুমতি দিলে তিনি দেখা করতে পারেন। তবে আদালত দেখা করার অনুমতি দেননি। এদিন পরীমনির বৃদ্ধ নানা শামসুল হক লাঠিভর দিয়ে আদালতে আসেন। তার সঙ্গে আরও কয়েকজন ছিলেন।

এর আগে গত ৫ আগস্ট প্রথম দফায় ভিন্ন ভিন্ন মামলায় আসামিদের প্রত্যেকের চার দিন করে রিমান্ডের আদেশ দেন আদালত। গত ৪ আগস্ট সংবাদ সম্মেলনে র্যাব জানায়, পাঁচ বছর ধরে মাদকাসক্ত রহস্যময়ী চিত্রনায়িকা পরীমনি। তিনি ভয়ংকর মাদক এলএসডি এবং আইস সেবন করতেন। পরীমনির বাসায় মিনি বার ছিল। সেখানে প্রায়ই বসত ডিজে পার্টি-রঙ্গমঞ্চ। পরীমনির বাসায় মাদক সরবরাহ করতেন চলচ্চিত্র প্রযোজক ও অভিনেতা নজরুল ইসলাম রাজ। তিনি রাজ মাল্টিমিডিয়ার কর্ণধার। এর আড়ালে তিনি অনৈতিক কাজ করে বিপুল অঙ্কের অর্থের মালিক হয়েছেন। রাজের মাধ্যমেই ২০১৪ সালে চিত্রজগতে আসেন পরীমনি। রাজের নেতৃত্বে একটা সিন্ডিকেট ছিল। যাদের কাজই হলো উঠতি বয়সি তরুণীদের দিয়ে নানা অপকর্ম করানো। সিন্ডিকেটটি বিদেশেও প্লেজার ট্রিপের আয়োজন করত।

গত ৩ আগস্ট রাতে রাজধানীতে অভিযান চালিয়ে শরিফুল হাসান ওরফে মিশু হাসান এবং তার সহযোগী মো. মাসুদুল ইসলাম ওরফে জিসানকে গ্রেফতার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা গুলশান, বারিধারা ও বনানীসহ ডিজে পার্টি আয়োজনের বেশ কয়েকটি স্থানের তথ্য দেয়। এ তথ্যের ভিত্তিতে র্যাব সদর দপ্তরের গোয়েদা শাখা ও র্যাব-১ এর অভিযানিক দল বনানী এলাকায় পরদিন বিকাল থেকে রাত পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে পরীমনি, নজরুল ইসলাম রাজ, আশরাফুল ইসলাম দীপু ও সবুজ আলীকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের সময় তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়।

যুগান্তর

লকডাউন শিথিল, চলবে গণপরিবহণ খোলা থাকবে শপিংমল ও দোকানপাট

চলমান কঠোর লকডাউন শিথিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

১৫ থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত লকডাউন শিথিল করে শিগগিরই প্রজ্ঞাপন জারি করবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

কুরবানি ঈদের মানুষের চলাচল ও পশুরহাটে কেনাবেচার বিবেচনায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এই সময়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে গণপরিবহণ। খোলা থাকবে শপিংমল ও দোকানপাট।

তবে বেসরকারি অফিস বন্ধ থাকবে। আর সরকারি অফিসের কার্যক্রম ভার্চুয়ালি চলবে।

করোনার প্রকোপ বেড়ে যাওয়ায় গত ১ জুলাই থেকে এক সপ্তাহের কঠোর লকডাউন আরোপ করে সরকার। পরে সময়সীমা বাড়িয়ে ১৪ জুলাই পর্যন্ত করা হয়।

[redacted]

[redacted]

আমরা করোনা শনাক্ত করতে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি এমন মিথ্যা প্রতিবেদন দিয়েছে। অথচ করোনা শনাক্তে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্যখাতে কোনো দুর্নীতির ঘটনা ঘটেনি। টিআইবি এমন মিথ্যা রিপোর্ট প্রকাশ খুবই দুঃখজনক।

করোনা প্রতিরোধে বিশ্বের সব দেশ বা সংস্থা প্রশংসা করেছে বাংলাদেশের। বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানরা বাংলাদেশের প্রশংসা করেছে বলেও জাহিদ মালেক তার বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন।

তিনি বলেন, তারা (টিআইবি) বলছে- রোগীদের জন্য আমরা কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা করিনি। অথচ সারা দেশে ১৫ হাজার বেডের ব্যবস্থা করা হয়েছে শুধুমাত্র করোনা চিকিৎসার জন্য। যে কারণে ভারতের মতো এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। এখনো অনেক দেশ যথাযথভাবে লকডাউন বাস্তবায়ন করতে পারেনি। কিন্তু বাংলাদেশে এখনো লকডাউন চলমান।

টিকা ক্রয়ের বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, টিকা ক্রয়ে সততা ছিল না বলে দাবি করছে টিআইবি। কিন্তু আমরা তাদের সঙ্গে স্পষ্ট চুক্তির মাধ্যমে টিকা ক্রয় করেছি। টিকার জন্য তাদের কত টাকা দিতে হবে সব বিস্তারিত ছিল।

আইসিইউ নিয়ে তিনি বলেন, করোনার মধ্যে আইসিইউ বাড়াতে পারিনি বলে টিআইবি যে দাবি করছে এটা সঠিক নয়। গত বছর যেখানে তিন থেকে চারশ’ আইসিইউ ছিল, সেখানে এখন ১ হাজারের বেশি আইসিইউর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, টিআইবির রিপোর্টটি শুধুমাত্র জনগণের কাছে ভুল তথ্য দেওয়ার জন্য প্রকাশ করা হয়েছে। করোনার জন্য যে সরঞ্জাম কেনা হয়েছে, তার ব্যবহার করা হয়নি। অথচ আমরা সারা দেশের হাসপাতালগুলোতে সরঞ্জাম পৌঁছে দিয়েছি। এমন মিথ্যাচার আমরা গ্রহণ করি না।

জাহিদ মালেক তার বক্তব্যে দুর্নীতিতে জড়িত কয়েকজন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, যারা দুর্নীতি করেছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ড্রাইভার থেকে শুরু করে যারা অন্যায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল, তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এমনকি ভুয়া রিপোর্টের দেওয়ায় সাবরিনা ও সাহেদদের গ্রেফতার করে আদালতে দেওয়া হয়েছে। সনদ দেওয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

দুর্নীতির তথ্য সংগ্রহ আর তথ্য চুরি এক জিনিস নয়: হাছান মাহমুদ

দুর্নীতির তথ্য সংগ্রহ আর তথ্য চুরি এক জিনিস নয় বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ।

বুধবার (৯ জুন) দুপুরে নিজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ‘ছবির ভাষায় মহনায়ক বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ’ শীর্ষক একটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী একথা বলেন।

এ সময় সাংবাদিক রোজিনা ইসলামের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি অনভিপ্রেত বলে মন্তব্য করেন তিনি।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা সংগ্রহ আর চুরির মধ্যে পার্থক্যটা ভুলে গিয়ে এটিকে গুলিয়ে ফেলেছি অনেকে। দুর্নীতির তথ্য সংগ্রহ করার জন্য যেকোনো মন্ত্রণালয় বা যে কোন অফিসের তথ্য সংগ্রহ করার জন্য যে কোনো সাংবাদিক বা যে কেউ আবেদন করতে পারে। যেকোনো নাগরিকই আবেদন করতে পারেন। সেটি যদি তিনি সেই পদ্ধতিতে না পান তাহলে তথ্য কমিশন আছে। এই তথ্য কমিশন বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাই করেছেন। এই তথ্য কমিশনের মাধ্যমে আবেদন করা যায়।

তিনি বলেন, তথ্য কমিশনে আবেদন করলে তথ্য কমিশন সেই তথ্যটা সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য দেওয়ার জন্য প্রস্তত থাকে, সেই ক্ষেত্রে তথ্য দেওয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের যদি কোনো গাফিলতি হয় সেক্ষেত্রে তথ্য কমিশন অনেক সময় জরিমানাসহ নানা ধরনের শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

সম্প্রতি সাংবাদিক রোজিনা ইস্যুতে টিআইবি একটি বক্তব্য দিয়েছে সে প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে ড. হাছান মাহমুদ এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, এখন যেকোন মানুষ তথ্য পাচ্ছে, কিন্তু আমি কোন একটা অফিসে গিয়ে আমি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী আমি এই পদে

থাকাকালীনও কোন একটা অফিসে গিয়ে যদি তাদের অগোচরে বা তাদের বিনা অনুমতিতে তাদের কোন গোপনীয় তথ্য আমি নিই তাহলে নিশ্চয়ই আমি অপরাধী। সে ক্ষেত্রে আমার বিরুদ্ধে সেই অফিসের কর্তৃপক্ষ যে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। আর সেই তথ্য যদি কোন রাষ্ট্রীয় গোপন নথি হয় তাহলে অপরাধটা আরো বড়।

পাপুলের এমপি পদ বাতিলের বৈধতা চ্যালেঞ্জের রিট খারিজ

মানব ও অর্থপাচারের দায়ে কুয়েতের আদালতে দ-প্রাপ্ত লক্ষ্মীপুর-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য কাজী শহিদ ইসলাম পাপুলের এমপি পদ বাতিলের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা রিট সরাসরি খারিজ করে দিয়েছেন হাইকোর্ট। মঙ্গলবার বিচারপতি মো. মজিবুর রহমান মিয়া ও বিচারপতি কামরুল হোসেন মোল্লার হাইকোর্ট বেঞ্চ এই আদেশ দেন।

আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী রোকন উদ্দিন মাহমুদ ও আইনজীবী মোস্তাফিজুর রহমান খান। অপরদিকে, রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল নওরোজ মো. রাসেল চৌধুরী।

এর আগে গতকাল লক্ষ্মীপুর-২ সংসদীয় আসন শূন্য ঘোষণা ও উপনির্বাচনের তফসিলের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা রিটের শুনানি শেষ হয়। গতকাল শুনানি শেষে আজ মঙ্গলবার আদেশের জন্য দিন ধার্য করেছিলেন হাইকোর্ট।

এর আগে গত মার্চ মাসে এই আসন শূন্য ঘোষণা ও উপনির্বাচন তফসিলের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে শহিদ ইসলামের বোন নুরুন্নাহার বেগম এবং ওই আসনের বাসিন্দা শহিদ ইসলামের মনোনয়নপত্রে প্রস্তাবকারী শাহাদাত হোসেন গত মার্চে ওই রিট করেন। আইন মন্ত্রণালয়ের সংসদ বিষয়ক সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সচিব ও নির্বাচন কমিশনকে রিটে বিবাদী করা হয়।

গত ২২শে ফেব্রুয়ারি শহিদ ইসলাম পাপুলর আসন শূন্য ঘোষণা করে

গেজেট প্রকাশ করে জাতীয় সংসদ সচিবালয়। নির্বাচন কমিশন ওই আসনে উপনির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে ৪ঠা মার্চ। ঘোষিত তফসিল অনুসারে ১১ই এপ্রিল ওই নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। তবে করোনা পরিস্থিতির কারণে তা পিছিয়ে আগামী ২১শে জুন নির্ধারণ করা হয়। গেজেটে বলা হয়, কুয়েতের ফৌজদারি আদালতে ঘোষিত রায়ে নৈতিক স্খলনজনিত ফৌজদারি অপরাধে ৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন শহিদ ইসলাম। এ কারণে বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৬ (২)(ঘ) অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী সাংসদ থাকার যোগ্য নন তিনি। সে কারণে সংবিধানের ৬৭ (১)(ঘ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রায় ঘোষণার তারিখ (গত ২৮ জানুয়ারি) থেকে তার আসন শূন্য হয়েছে।

উল্লেখ্য, ঘুষ লেনদেনের মামলায় লক্ষ্মীপুর-২ আসনের স্বতন্ত্র সাংসদ শহিদ ইসলামকে গত ২৮শে জানুয়ারি সাজা দেন কুয়েতের ফৌজদারি আদালত। বিচারক রায়ে এই সাংসদকে ৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের পাশাপাশি ১৯ লাখ কুয়েতি দিনার বা ৫৩ কোটি ১৯ লাখ ৬২ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে কোনো সাংসদের বিদেশের মাটিতে ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডিত হওয়ার ঘটনা এটিই প্রথম। গত বছরের ৬ই জুন রাতে কুয়েতের বাসা থেকে আটক করা হয় শহিদকে। আটকের সাড়ে ৭ মাস আর বিচার প্রক্রিয়া শুরুর সাড়ে ৩ মাসের মাথায় দণ্ডিত হন তিনি।

সাবেক অর্থমন্ত্রী মুহিতের প্রশংসা করে সংসদে যা বললেন রুমিন ফারহানা

সাবেক অর্থমন্ত্রী এম এ মুহিতের প্রশংসা করেছেন বিএনপির সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা।

তিনি বলেন, সাবেক অর্থমন্ত্রী (আবুল মাল আবদুল মুহিত) স্পষ্ট কথা বলতেন, দলের বিরুদ্ধে গেলেও বলতেন। তিনি বলেছিলেন, ব্যাংক দেওয়া হয় রাজনৈতিক বিবেচনায়। একটা দেশে যখন রাজনৈতিক বিবেচনায় ব্যাংক দেওয়া হয় তখন সেই দেশের অর্থনীতির কাজ সম্পর্কে বলতে নিশ্চয়ই চিন্তা করতে হয়। যারা ব্যাংকের টাকা লুট করে তাদের সুবিধা দেওয়ার

জন্য একটার পর একটা নতুন আইন হয়। ব্যাংক কোম্পানিতে আইন পরিবর্তন করে এক একটা ব্যাংক এক একটা পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন এক পরিবার থেকে তিনজন সদস্য থাকতে পারবেন ব্যাংকের পরিচালক পদে, একাধিকক্রমে তিন মেয়াদে থাকতে পারবেন তারা। এই পরিবর্তনগুলোর কারণে এক একটা পরিবার একটা ব্যাংকের মালিক হয়ে যাচ্ছে। জনগণের টাকার হরিলুট হচ্ছে।

আজ সোমবার সম্পূরক বাজেটের ওপর আলোচনায় রুমিন ফারহানা সংসদে এ কথা বলেন।
রুমিন ফারহানা বলেন, একবার সংসদে ঋণ খেলাপির তালিকা প্রকাশ করা হলো। তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে সেটা এখনও জানতে পারলাম না। ব্যাংকে যে টাকা থাকে সেটা আমাদের মত আমজনতার টাকা। সেই টাকা এক ব্যাংকের পরিচালকের সঙ্গে আরেক ব্যাংকের পরিচালকদের ভালো সম্পর্ক থাকার কারণে এক ব্যাংক থেকে আরেক ব্যাংকে ঋণ নেয়। ঋণ নেওয়ার সময় তারা জানে এই ঋণ তারা আর পরিশোধ করবে না। এই টাকা চলে যায় বিদেশে।

কারা অর্থ পাচার করেছে, নামগুলো দিন: অর্থমন্ত্রী

কারা অর্থপাচার করছে তাদের তথ্য সরকারের কাছে নেই জানিয়ে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল এই সংক্রান্ত তথ্য কারও কাছে থাকলে তা দিতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

সম্পূরক বাজেটের ওপর আলোচনায় বিরোধীদলীয় সদস্যরা অর্থ পাচারের প্রসঙ্গ আনার পর পর অর্থমন্ত্রী সোমবার সংসদে বলেন, ‘কারা দেশের টাকা নিয়ে যায়, সেই তালিকা আমার কাছে নেই।’

বিরোধী সংসদ সদস্যদের উদ্দেশে তিনি বলেন, পাচারকারীদের নামগুলো আমাদেরকে দেন। তাদের ধরা আমাদের জন্য সহজ হবে।

অর্থ পাচার ঠেকাতে সরকার সক্রিয় রয়েছে দাবি করে অর্থমন্ত্রী বলেন, এখনও পাচারকারীদের অনেকেই জেলে আছে। বিচার হচ্ছে। আগে যেমন

ঢালাওভাবে চলে যেত, এখন তেমন নেই।

এর আগে আলোচনায় বিএনপির রুমিন ফারহানা বলেন, বিদেশে ১ লাখ কোটি টাকার ওপরে চলে যাচ্ছে। ওভার আর আন্ডার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে যাচ্ছে। এর বাইরে হুন্ডির পরিমাণ ধরলে আল্লাহ মাবুদ জানেন কত টাকা বিদেশে গেছে!

জাতীয় পার্টির কাজী ফিরোজ রশীদ বলেন, এক ব্যাংকের পরিচালক আরেক ব্যাংকের টাকা নিচ্ছেন। টাকা নিয়ে হুন্ডির মাধ্যমে বিদেশ পাঠাচ্ছেন।

তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন, দুদকের একটি অফিস কানাডায়, মালয়েশিয়ায়, অস্ট্রেলিয়ায় করুন। তাহলে দেখা যাবে কে কত টাকা নিয়েছে। পিকে হালদার এত টাকা নিল! নয় মিনিটের জন্য পিকে হালদারকে ধরতে পারেনি। তাহলে নয় ঘণ্টা আগে ধরতে পারলেন না কেন?

এসব সমালোচনার জবাবে অর্থমন্ত্রী বলেন, দেশের মানুষের কষ্টে অর্জিত টাকা বিদেশে চলে যাবে, আপনাদের যেমন লাগে, আমারও কষ্ট লাগে। আমি অনিয়ম, বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে। আমরা সবাই চাই, এগুলো বন্ধ করতে হবে।

আগের চেয়ে অবস্থার পরিবর্তন হয়ে দাবি করে অর্থমন্ত্রী বলেন, আগে সিমেন্টের নাম করে বালি আসত। একটার নাম কবরে আরেকটা আসত। আন্ডারইনভয়েসিং, ওভারইনভয়েসিং আগের মতো হয় না। একদম বন্ধ হয়ে গেছে বলব না। পত্রপত্রিকায় দেখতে পাই না।

গত বছরের ১৮ নভেম্বর পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ থেকে কানাডায় টাকা পাচারের সত্যতা পাওয়ার কথা জানান।

প্রাথমিকভাবে অর্থপাচারে জড়িত যাদের তথ্য পাওয়া গেছে তার মধ্যে সরকারি কর্মচারীই বেশি বলে জানান তিনি। এছাড়া রাজনীতিক এবং ব্যবসায়ী থাকার কথাও জানান তিনি। তবে তিনি কারও নাম প্রকাশ করেননি।

আবারও বাড়ল লকডাউন

করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে না আসায় চলমান বিধিনিষেধ আরও ১০ দিন বাড়িয়েছে সরকার। আগামী ১৬ জুন পর্যন্ত লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে।

রোববার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে এ তথ্য জানা গেছে। আজ মধ্যরাত থেকে চলমান বিধিনিষেধের মেয়াদ শেষ হচ্ছে।

মার্চের শেষের দিকে দেশের করোনার দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হয়। এতে সংক্রমণ ও মৃত্যু বেড়ে যায়। মার্চের শুরু থেকে প্রথমে গণপরিবহন ও অফিস চালু রেখে লকডাউন দেওয়া হয়। পরে গত ১৪ এপ্রিল ভোর ৬টা থেকে ৭ দিনের কঠোর লকডাউন শুরু হয়। পরে ৬ দফা লকডাউন বা বিধিনিষেধের মেয়াদ বাড়ানো হয়। গত ২৩ মে থেকে ৩০ মে রোববার মধ্যরাত পর্যন্ত বিধিনিষেধ বাড়িয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এ সময় স্বাস্থ্যবিধি মেনে আন্তঃজেলা বাস, লঞ্চ এবং ট্রেনসহ সব ধরনের গণপরিবহন চলার অনুমতি দেওয়া হয়। একইসঙ্গে হোটেল-রেস্তোরাঁগুলো আসন সংখ্যার অর্ধেক মানুষকে বসিয়ে সেবা দেওয়ার অনুমতি পায়।

বর্তমানে সরকারি বেসরকারি স্বায়ত্বশাসিত অফিস আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। তবে বিশেষ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারের নির্বাহী আদেশে সীমিত পরিসরে খোলা রয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, বিধিনিষেধ বাড়ানো বা তুলে দেওয়ার বিষয়ে সরকার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নিতে চাইছে।

ব্রিফিংয়ে টিকার দাম বলায় অতিরিক্ত সচিবকে ওএসডি!

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব শাহিদা আকতারকে জনপ্রশাসন

মন্ত্রণালয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়েছে।

গত ২৭ মে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় চীন থেকে সরকারি পর্যায়ে সরাসরি টিকা কেনার প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়। ওইদিনই ব্রিফিংয়ে শাহিদা আকতার প্রতি ডোজ টিকার দাম কত হচ্ছে, সেটিও জানান।

এর পাঁচদিন পর ১ জুন শাহিদা আকতারকে ওএসডি করে প্রজ্ঞাপন জারি করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

ওই ব্রিফিংয়ে শাহিদা আকতার জানান, দেড় কোটি ডোজ টিকার মোট দাম পড়বে ১৫ কোটি ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ হয় এক হাজার ২৬৭ কোটি ৫০ লাখ টাকা। প্রতি ডোজের দাম পড়বে ১০ ডলার।

এই দাম জানানোর পর টিকা নিয়ে কিছুটি জটিলতা হচ্ছে বলে গণমাধ্যমে খবর বেরিয়েছে।

মূলত টিকার দাম জানিয়ে দেওয়ায় উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণেই তাকে ওএসডি করা হয়েছে বলে সূত্রে জানা গেছে।